২০১৭ সালে ‘রৌপ্য ব্যাঘ্র’ ও ‘রৌপ্য ইলিশ’ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তগণের সাইটেশন

প্রকাশক

আরশাদুল মুকাদ্দিস

নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

প্রকাশকাল

০৫ নভেম্বর ২০১৮

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর

৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন : +৮৮, ০২ ৯৩৩৩৬৫১, ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৭৭১৪, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৩৪২২২৬

ই-মেইল : Scouts@bangla.net ওয়েব :www.scouts.gov.bd

২০১৭ সালে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘রৌপ্য ব্যাঘ্র’ পদকে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সৈয়দ রফিক আহমেদ
জাতীয় উপ কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ), বাংলাদেশ স্কাউটস

জনাব আমিমুল এহসান খান, এলটি
জাতীয় উপ কমিশনার (এডাল্টস ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস

জনাব জামিল আহমেদ, এলটি
জাতীয় উপ কমিশনার (আই সি টি), বাংলাদেশ স্কাউটস

Mr. Paul Parkinson (Australia)
Chairman, APR Scout Committee

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান মন্ডল, এলটি
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

শেখ হায়দার আলী বাবু, এলটি
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল।

জনাব মুবিন আহমদ জায়গীরদার
কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল

প্রফেসর ছালেহ্ আহ্মদ পাটোয়ারী, এলটি
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন, এলটি
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জে

প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান, এলটি
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি

মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৯৪৫ সালে ৫ জুলাই, সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কসবা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিয়ানীবাজার পঞ্চখন্ড হরগোবিন্দ হাই স্কুল, সিলেট এমসি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তাঁর স্ত্রী জোহরা জেসমিন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা। দুই মেয়ে, নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নাজিয়া সামান্থা ইসলাম বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা।

মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিশেষ যৌথ গেরিলা বাহিনী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল। তিনি মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির কঠিন ব্রত নিয়ে আছেন জনগণের সঙ্গে, তাদেরই একজন হিসেবে। তিনি ১৯৯৬ ও ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা (সিলেট-৬) থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব নাহিদ নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সংস্কারক, নিরলস সমাজ কর্মী, সুখে-দুঃখে সর্বদা গণমানুষের অতি কাছের, সরল মনের অতি সাধারণ সদালাপী ও সদা হাস্যোজ্বল একজন সংস্কৃতিমনা মানুষ। দক্ষ, মেধাবী ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে তিনি পেশাগত এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সকলের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে যোগদানের জন্য তিনি ৪০ টির বেশী দেশ ভ্রমণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও শিক্ষা নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর লেখা গ্রন্থাবলী সকল মহলে প্রশংসিত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রী হিসেবে (২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি) শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে প্রথমবারের মত সকল মহলের মতামত নিয়ে সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য 'জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০' প্রণয়ন, জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন (চলমান) সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অনলাইনে ভর্তি নীতিমালা বাস্তবায়ন, যথাসময়ে ক্লাশ শুরু, বছরের নির্দিষ্ট দিনে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, ৬০ দিনে ফল প্রকাশ, সৃজনশীল পদ্ধতি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম প্রতিষ্ঠা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপক কার্যক্রম এবং অভূতপূর্ব সফলতা সমগ্র জাতির কাছে প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশ্বসমাজে পেয়েছে স্বীকৃতি ও মর্যাদা।

শিক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা ও অবদানের জন্য 'ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস' বিশ্ব সম্মেলনে ২০১২ সালে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে 'পরিবর্তনের অগ্রদূত' আখ্যায়িত করে World Education Congress Global Award for Outstanding Contribution to Education পদকে ভূষিত করা হয়। ২০১৭ সালে তিনি E-9 ভুক্ত দেশগুলোর ২ বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন। ইউনেস্কোর ৩৮ তম (২০১৫) ও ৩৯ তম (২০১৭) দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে তিনি পর পর দু'বার ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাছাড়া, তিনি কমনওয়েলথ অব লার্নিং- এর বোর্ড অব গভর্ণর'স- এর সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট দল গঠনে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় যুব সমাজের উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণে অসামান্য অবদান রেখে আসছেন। তিনি সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে এ আন্দোলনকে সমাজের সকল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। সিলেটের গোলাপগঞ্জে লক্ষণাবন্ধ ইউনিয়নে অবস্থিত সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিয়মিত পরিদর্শন করেন। শুরু থেকেই তিনি এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে একটি আন্তর্জাতিক মানের রিসোর্স সেন্টার কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য নিরন্তর নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তিনি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের মাধ্যমে সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়নে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং এর ন্যায় সম্পূরক শিক্ষার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে 'বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সম্প্রতি তিনি 'সিলেট আঞ্চলিক ও মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট ভবন নির্মাণ' এবং 'লালমাই আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন' শীর্ষক আরো ০২ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছেন।

জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এম.পি

মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রখ্যাত ক্রিকেট অভিভাবক, যিনি একাধারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং দেশের একজন স্বনামধন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম দুতিয়াপুরে ১৫ জুন ১৯৪৭ সালে সাধারণ এক কৃষক পরিবার জন্মগ্রহণ করেন। জনাব কামাল ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আর্থিক ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৮ সালে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। একাধারে তিনি আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। জনাব কামাল ১৯৭০ সালে চাটার্ড অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করেন এবং সম্মিলিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

জনাব কামাল ছাত্রজীবন থেকেই সমাজ সেবার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি কলেজ জীবন থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন সক্রিয় সংগঠক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

জনাব কামাল ১৯৯৬ সালে প্রথমবার জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি পাবলিক একাউন্টস কমিটি, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, বার্ড, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট এর সদস্য ছিলেন। দ্বিতীয়বারের মত তিনি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে তৃতীয়বারের মত তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে অদ্যাবধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব কামাল ২০০৯ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়কালে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ এর সফল আয়োজক দেশ হিসেবে সারা বিশ্বে প্রশংসা লাভ করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিশ্ব র‍্যাংকিং এ দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের নিরীক্ষা কমিটি এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব কামাল সদালাপী ও সদা হাস্যোজ্বল একজন সংস্কৃতিমনা নিখাদ মনের মানুষ। দক্ষ, মেধাবী, নিবেদিত প্রাণ ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে তিনি পেশাগত এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাহিরে সকলের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কার্যক্রমে যুব সমাজের উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে স্কাউট আন্দোলন সম্প্রসারণে তিনি অসামান্য অবদান রেখে আসছেন। বিশেষ করে কুমিল্লা অঞ্চলে স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তিনি একজন স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি কুমিল্লা অঞ্চলের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক স্কাউট দল গঠন এবং যুব সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে এ আন্দোলনকে সমাজের সকল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। স্কাউট আন্দোলনের প্রতি গভীর আন্তরিকতা এবং শিশু কিশোর ও যুবদের চরিত্র গঠনে স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে তিনি দীর্ঘদিন যাবত নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এ অবদান ও সম্পৃক্ততা বাংলাদেশ স্কাউটস আজীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবে।

তাঁর এ অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি কুমিল্লায় অবস্থিত লালমাই আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানের এবং বহুমাত্রিক চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি রিসোর্স সেন্টার কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সে আলোকে প্রণীত 'লালমাই আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন' শীর্ষক ০১ টি প্রকল্প অনুমোদনের লক্ষে বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। এ ছাড়া প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং এর সম্পূরক শিক্ষার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে 'বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল ।

জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি
মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৮৬ সালে প্রথমবারের মত সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা ১০, দিনাজপুর-৫ (ফুলবাড়ি- পার্বতীপুর) আসন থেকে জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে একাধিক্রমে আরও পাঁচবার তিনি মাননীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম এবং সাহসী নেতৃত্বের গুণে জনগণ তাঁকে পরপর ছয়বার এই পদে নির্বাচিত করেন। তিনি ২০০৯ সালের শুরু থেকে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে এবং পরবর্তীতে ৩১ জুলাই ২০০৯ থেকে ২১ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে অদ্যাবধি এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৫ বছর যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এবং ১০ বছর পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির সদস্য ছিলেন। ২০০০ সালে তিনি ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান জাতিসংঘের ৫৪ তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, জার্মানী, ভারত, মালয়েশিয়া এবং ইউএসএ সহ বিভিন্ন দেশে কর্মশালা ও সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৫৩ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের নাম জামগ্রাম। বাবা মোবারক হোসেন এবং মা শাহেদা খাতুন। এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৭৯ সালে রাজিনা রহমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ফারহানা রহমান এবং ফারজানা রহমান নামে দুই কন্যা সন্তানের গর্বিত জনক। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে সমাজ বিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রী এবং ১৯৮৬ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন।

বাংলাদেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের জায়গা থেকে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা এবং এগারো দফা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ৭ নম্বর সেক্টরে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবনের শুরু থেকে তিনি সক্রিয় আছেন।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাব স্কাউট দল গঠনের নির্দেশনা প্রদান এবং যুব সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে এ আন্দোলনকে সমাজের সকল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। বাংলাদেশে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা, অব্যাহত সমর্থন এবং আন্তরিক উদ্যোগ, বাংলাদেশ স্কাউটস সবসময় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।

অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ২০১৪ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পর দেশের কোমলমতি শিশু কিশোরদের উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। স্কাউটিং এর উন্নয়নকল্পে জনাব রহমান সবসময় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাব স্কাউট শিশুদের মানোন্নয়ের জন্য তিনি তার মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী, শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানসহ সকল আয়োজনে তিনি সবসময় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে আসছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনযায়ী প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুইটি কাব দল (বালক ও বালিকা) গঠনের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস শিশু কিশোরদের শারীরিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় গুণাবলী উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং এর সম্পূরক শিক্ষার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'বাংলাদেশে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছেন।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন

সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব পদে জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি বি.সি.এস. প্রশাসন একাডেমির রেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল ও নাট্যচক্রের সদস্য ছিলেন।

তিনি বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জনাব সোহরাব বিশ্বের ২০ টিরও অধিক দেশ সফর করেছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও ফোরামে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

জনাব সোহরাব ১৯৬১ সালে নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ হাবিব উল্লাহ এবং মাতা মরহুমা রহিমা খাতুন। তাঁর সহধর্মিণী ড. মাহমুদা ইয়াসমীন বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তাঁদের একমাত্র কন্যা সন্তান সামারা হোসাইন (আরিয়া)।

জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন পদাধিকার বলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ-সভাপতি এবং ‘স্কাউটিং কার্যক্রম বিষয়ক জাতীয় কমিটি’র সভাপতি হিসেবে স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিরন্তর সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ স্কাউটিং এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট দল গঠনের নির্দেশনা প্রদান এবং যুব সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে এ আন্দোলনকে সমাজের সকল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন। তিনি মাঠ প্রশাসনে দায়িত্ব পালনকালেও উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্কাউটিং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্কাউটিং এ অনন্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস ২০১৬ সালে তাঁকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ পদকে ভূষিত করে।

প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং এর ন্যায় সম্পূরক শিক্ষার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালে ‘বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সম্প্রতি তিনি ‘সিলেট আঞ্চলিক ও মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট ভবন নির্মাণ’ এবং ‘লালমাই আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন’ শীর্ষক আরো ০২ টি নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছেন।

জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘রৌপ্য ব্যাঘ্র’ পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

সৈয়দ রফিক আহমেদ

জাতীয় উপ কমিশনার (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

সৈয়দ রফিক আহমেদ ছাত্র জীবনেই স্কাউটিং-এর সাথে যুক্ত হন। তিনি ১৯৭০ সালে কাব স্কাউট হিসেবে তাঁর স্কাউটিং পদযাত্রা শুরু করেন। তিনি খিলগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, কাজম আলী উচ্চ বিদ্যালয় এবং খিলগাঁও মুক্ত স্কাউট দলে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে স্কাউটিং সেবা প্রদান করেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি 'প্রগতি মুক্ত রোভার স্কাউট' দলের প্রতিষ্ঠাতা রোভারমেট ছিলেন এবং এখনও তিনি প্রগতি মুক্ত রোভার স্কাউট দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তিনি প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্ত করে ১৯৮৩ সালে রোভার স্কাউটিং-এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট" অর্জন করেন।

সৈয়দ রফিক আহমেদ ১৯৫৯ সালের ১১ অক্টোবর ঢাকার খিলগাঁও-এ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং মাতা জনাব সাকিনা খাতুন। তিনি ১৯৭৬ সালে খিলগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করেন। এরপরে ১৯৭৮ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে এইচএসসি ও ১৯৮৩ সালে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দফতরের সাথে যুক্ত থেকে তিনি বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রামে যেমন ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, রোভার মুট, কমডেকা, ওয়ার্কশপ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ৭ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরীতে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্কাউটিং এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সুনাম বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন।

সৈয়দ রফিক আহমেদ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য গঠিত ১৯টি সাব কমিটির মধ্যে ৬টি সাব কমিটির সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এপিআর এডুকেশন ফোরামে 'খাদ্য ব্যবস্থাপনা'য় ব্যাপক বৈচিত্র তুলে ধরে সুনাম অর্জন করেন।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস-এর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ও গ্রোথ এ দু'টি বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। স্কাউটিং-এ অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস ২০১০ সালে তাঁকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ইলিশ" প্রদান করে।

সৈয়দ রফিক আহমেদ - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব আমিমুল এহসান খান, এলটি

জাতীয় উপ কমিশনার (এডাল্টস ইন স্কাউটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউটার মোঃ আমিমুল এহসান খান পারভেজ ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার, কতুলী গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ মমতাজ উদ্দিন খান এবং মাতা মরহুমা নুরুন্নাহার। তিনি ১৯৮৪ সালে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই স্কাউটিংয়ে সম্পৃক্ত হন। তিনি ১৯৮০ সালে স্কাউট শাখায় বেসিক কোর্স সম্পন্ন করে অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে স্কাউটিং কার্যক্রমে প্রবেশ করে ১৯৯৫ সালে সহকারি লিডার ট্রেনার এবং ১৯৯৭ সালে 'লিডার ট্রেনার' হিসেবে সম্মানীয় দায়িত্ব লাভ করেন।

জনাব খান ইউনিট, উপজেলা, জেলা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দক্ষতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছেন। তিনি ঢাকার সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপ এর বর্তমান সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একজন সুযোগ্য স্কাউট হিসেবে তিনি মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে 'প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট' অ্যাওয়ার্ড (নং ১৩/১৯৭৮) এবং সেবাব্রতী মুক্ত স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট হিসেবে ১৯৮৮ সালে 'প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট' অ্যাওয়ার্ড (নং ৪২/১৯৮৮) প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেছেন। তার ATAS নম্বর ৬৪৭। তিনি ঢাকা মেট্রো, ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার সমাজ উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং জনসংযোগ ও মার্কেটিং হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে জাতীয় উপ-কমিশনার (এডাল্টস ইন স্কাউটিং) হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটসে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাকে অবস্থিত রেলওয়ের স্টিম ইঞ্জিন স্থাপনের সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ২ মেয়াদে জেলা স্কাউট লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল এর ২ মেয়াদে আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে এ যাবৎ ৫টি ToT অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে ৪টিতেই তিনি স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রশিক্ষণ বিভাগের অসংখ্য কোর্সে (ওরিয়েন্টেশন থেকে সিএলটি) স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রায় সকল ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী ও মুটে চ্যালেঞ্জ ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে ভিলেজ চীফ পর্যন্ত এবং কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশে জোটা-জোটি এবং এমওপি কার্যক্রমের শুরু থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৮৫ সালে হজ কল্যাণ টিম এর সদস্য হিসেবে পবিত্র হজ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা এবং মদিনা শরিফে দায়িত্ব পালন করেন।

দীর্ঘ স্কাউটিং জীবনে তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্কাউট প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। ১৯৮৬ সালে ৬ষ্ঠ পাকিস্তান রোভার মুট এবং ১৯৮৮ সালে ১৫ তম অষ্ট্রেলিয়ান স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চারটি বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী এবং একটি রোভার স্কাউট মুট চিলি, থাইল্যান্ড, ইউকে, সুইডেন এবং কেনিয়াতে দায়িত্ব পালনসহ তিনি স্কাউটিং এর উল্লেখযোগ্য স্থান- ব্রাউন্সি আইল্যান্ড, বিপি হাউজ, ইউ.কে., গিলওয়েল পার্ক, PAXTU এবং BP এর সমাধী নিয়েরী, কেনিয়া, আরব, আফ্রিকা, ইন্টার আমেরিকা, WOSM সদর দফতর দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি স্কাউটিং এর সুবাদে ২৫টির অধিক দেশ ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং জি-৭৭ সম্মেলন, OIC সম্মেলন, BACH প্রকল্পসহ প্রায় সকল আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব পারভেজ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২৪তম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য গঠিত ১৯টি সাব কমিটির মধ্যে ৪টি সাব কমিটির সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট এ তিন শাখায় উড ব্যাজপ্রাপ্ত একজন স্কাউটার। তিনি দীর্ঘদিন স্কাউটিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, লং সার্ভিস ডেকোরেশন, বারটু দি মেডেল অব মেরিটসহ বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হন। স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস ২০১২ সালে তাঁকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ'অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

জনাব মোঃ আমিমুল এহসান খান - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব জামিল আহমেদ, এলটি

জাতীয় উপ কমিশনার (আই সি টি)
বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউটার জামিল আহমেদ ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৪ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের মাত্র সাত মাস সয়সে তিনি পিতৃহারা হন। তাঁর পিতা-মরহুম জামির উদ্দিন আহমেদ তদানিন্তন রেডিও পাকিস্তান এর একজন প্রখ্যাত গীটার শিল্পী ছিলেন। মাতা মিসেস মিনু আহমেদ তিনিও সরকারি চাকুরীর পাশাপাশি বাংলাদেশ বেতার এর একজন নিয়মিত এ গ্রেডের গীটার শিল্পী ছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা থেকে এসএসসি পাশ করেন। পর্যায়ক্রমে ১৯৮২ সালে সরকারি তিতুমীর কলেজ থেকে এইচএসসি, ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, ১৯৯০ সালে শিল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন এবং সর্বশেষ ২০০৮ সালে ইউনিভার্সিটি অব ভিক্টোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রী সম্পন্ন করেন।

তিনি ১৯৭৫ সালে স্কাউটার মরহুম মাওলানা আবদুর রউফ, এলটি (রৌপ্য ব্যাঘ্র অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত) এর নিকট থেকে বয় স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করে, ৫ম দল ঢাকা-২ লোকাল স্কাউটস এর বয় স্কাউট হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ফার্স্ট ক্লাস স্কাউট ব্যাজ ও বুশম্যানথং ব্যাজ অর্জন করেন। ১৯৮৩ সালে কাব স্কাউট বেসিক, ১৯৮৫ সালে অ্যাডভান্স এবং ১৯৮৬ সালে উডব্যাজ অর্জন করেন। ১৯৮৬-১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস এর জেলা কাব লিডার ও নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সম্মানীয় লিডার ট্রেনারের দায়িত্বপত্র লাভ করেন। ১৯৯৮-২০০৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) হিসেবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পর্যায়ক্রমে এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগে ছয় বছর ও প্রশিক্ষণ বিভাগে বিগত তিন বছর সুনাম ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের আই সি টি বিভাগে জাতীয় উপ কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে একাধিক সমাবেশ, ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, কমডেকা ও রোভার মুটে সাবক্যাম্প চীফ (প্রোগ্রাম) ও ভিলেজ চীফ এর দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশেষ করে ২০১২ সালে ২৪তম এপিআর স্কাউট কনফারেন্স-এ সেফটি এন্ড সিকিউরিটি সাব কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও জাতীয় পর্যায় বিভিন্ন ধরনের কোর্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে নেতৃত্বদান করেছেন। ১৯৮৬ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদে ১০ম এপিআর জাম্বুরীতে ইউনিট লিডার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে আইএসটি সদস্য হিসেবে ২০তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী, থাইল্যান্ড এবং ২০১১ সালে ২২তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী, সুইডেন-এ ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস টিম মেম্বার হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর স্কাউটিং জীবনের সার্বিক অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে শৈশব ও কৈশোর জীবনে তাঁর মাতা ও বৈবাহিক জীবনে তাঁর স্ত্রী মিসেস সামিনা ইসলাম এর বিশেষ অবদান রয়েছে। ব্যক্তি জীবনে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সফল ব্যবসায়ী। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

জীবনে অসাধারণ ঝুঁকি নিয়ে সাহসীকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস ১৯৮৮ তাঁকে সর্বপ্রথম গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত করে। এছাড়াও মেডেল অব মেরিট, বার টু টি মেডেল অব মেরিট, সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১০ সালে লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে তিনি দীর্ঘ ৪৩ বছর একটানা স্কাউটিং এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন। স্কাউটিংয়ে তাঁর ধারাবাহিক অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস তাঁকে ২০১৩ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ইলিশ" পদকে ভূষিত করেন।

স্কাউটার জামিল আহমেদ- কে স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

Mr Paul D Parkinson OAM

Paul D Parkinson is Principal, Scouts Australia Institute of Training (SAIT) and formerly National Commissioner for Adult Training and Development, Scouts Australia. He is a member of the National Adults in Scouting Committee, SAIT Board of Management and Chairs the SAIT Operations Committee. He has been a long-serving member of the National Operations Committee and National Executive Committee and was made a Life Member of Scouts Australia in 2016 for his services nationally to Scouting in Australia.

Paul has been a lead staff trainer and resource speaker on a number of courses for Leader Trainers in Australia for over 20 years. He led the National 23rd Course for Leader Trainers in April 2007, and the National 24th Course for Leader Trainers in 2009. Paul has been involved in Scout training throughout Australia, as well as Courses for Leader Trainers throughout the Asia-Pacific Region, including Brunei Darussalam (2004), Tokyo, Japan (2007), Singapore (2008), Kuala Lumpur, Malaysia (2009), Bangladesh (2012), Hong Kong (2014), Korea (2015) and the Philippines (2018).

Additionally, Paul has made significant contributions to a number of Asia-Pacific Region and World forums and gatherings as a Resource Speaker, Trainer and Facilitator. He was a member of the Adult Resources Sub-Committee and later Vice-Chairman of the Adult Support Sub-Committee. Paul was elected to the Asia-Pacific Regional Scout Committee as a Member 2012-2015 in Bangladesh, and was elected Chairman for the Triennium 2015-2018 in Korea. Paul has served with distinction in these responsibilities and is held in high regard by his peers and Scouting colleagues. He has attended the past 6 World Scout Conferences and 6 Asia-Pacific Regional Conferences, taking an active role with delegated and assigned duties in break-out groups and other associated events. Furthermore, Paul continues to serve at the World level in a number of Work Streams, and is the Global GSAT Unit Lead. He has been privileged to conduct GSAT training for facilitators and assessors in all six Regions of WOSM over the past two Trienniums.

Paul commenced his involvement with Scouting as a Cub and progressed through all Sections of the Movement, gaining his Queen's Scout Award in 1968 and the Baden-Powell Award in 1976. His first 'warranted' appointment was as an Assistant Senior Scout Leader, and has held a number of Scouting appointments at the Group, District, Region, Branch and National levels of Scouts Australia. Paul's last appointment at the Branch level before undertaking National responsibilities was as Deputy Chief Commissioner, Queensland Branch, Scouts Australia responsible for the portfolios of Development, Training and Program Support respectively over a seven-year period.

Professionally, Paul was a University Academic in Science Education and Professional Practice at Griffith University, Mt Gravatt Campus, in Brisbane, Australia, and has had considerable experience and involvement at the primary, secondary and tertiary levels of education, as well as local and national involvement in the development of science curriculum and science education. He also developed and conducted a number of Educational Management and Leadership short courses for overseas educators, particularly from Bangladesh and Vietnam.

In 1986 Paul received the Australia Day Citizen of the Year for the Pine Rivers Shire for his services to Scouting and to the community. He was awarded the Silver Kangaroo by Scouts Australia in 2004, and was awarded the Medal of the Order of Australia (OAM) by the Governor-General of Australia in 2016 for services to youth through Scouting and outstanding community service.

Paul has a number of educational qualifications, Diplomas and Degrees, and he is also a qualified Justice of the Peace.

He is married to Lois, father to Jodie and Aaron, father-in-law to Mark and Donna, and grandpa to Joshua and Emily.

In recognition to his outstanding contribution to the scout movement, Bangladesh Scouts has conferred it's highest award `Silver Tiger' to Mr Paul D Parkinson OAM.

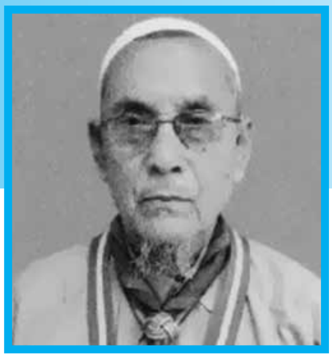

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান মন্ডল, এলটি

সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

জনাব মোঃ খলিলুর রহমান মন্ডল, বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলাধীন চামরুল ইউনিয়নের অন্তর্গত জোহাল মাটাই গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১ জানুয়ারি ১৯৪৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা: মরহুম কাছির উদ্দীন মন্ডল, মাতাঃ মরহুমা খাতেমন বিবি। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় জোহাল মাটাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। তিনি দুপচাঁচিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে প্রথম ব্যাচে এস.এস.সি পাশ করেন। ১৯৬৫ সালে বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার পর ১৭ জুলাই ১৯৬৫ সালে তালুচ ও.এইচ.কে.এম. উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

স্কুল জীবনে অধ্যয়নকালে ১৯৬০ সালে স্কাউট হিসেবে এ আন্দোলনে যোগদান করেন। পববর্তীতে স্কাউট লিডার হিসেবে ১৯৬৫ সালে তালুচ ও.এইচ. কে.এম. উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি স্কাউট দল গঠন করেন এবং সেই থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর একজন সফল ইউনিট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় গ্রুপ ক্যাম্প, উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক সমাবেশ ছাড়াও জাতীয় জাম্বুরীসমূহে সফলতার সাথে স্কাউট দলসহ অংশগ্রহণ করেন।

তিনি কাব স্কাউট ও স্কাউট উভয় শাখায় উডব্যাজার। ১৯৯১ সাল থেকে সহকারী লিডার ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি লিডার ট্রেনার হিসেবে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে বেসিক, অ্যাডভান্সড ছাড়াও স্কীল কোর্স, সম্পাদক কোর্সসহ প্রায় ১৫০ টির বেশি কোর্সে সহায়তা করেছেন। তিনি ২০১৮ সালে জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক রাজশাহী অঞ্চল থেকে বেস্ট পারফর্মার নির্বাচিত হন।

তাঁর নেতৃত্বে বগুড়া জেলা স্কাউটস বিগত বছরে রাজশাহী অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ জেলা স্কাউটস হিসেবে স্থান লাভ করে। তিনি ২০০২ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত রাজশাহী অঞ্চলের প্রোগ্রাম উপ কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ১৯৭৮ হতে ২০০৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর বিভিন্ন পদে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে একজন নিষ্ঠাবান স্কাউটার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২ সালে বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউট, রাজশাহী অঞ্চলের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তালুচ ও.এইচ.কে.এম উচ্চ বিদ্যালয়ের চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বর্তমানে দুপচাঁচিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাব দলে সহকারি কাব লিডার হিসেবে সহযোগিতা করে আসছেন। তাঁর পরিচালিত কাব দল হতে প্রতি বছর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জন করছে। ২০১০ সালে উক্ত বিদ্যালয় থেকে কাব ইয়াছমিন জাহান রিমা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কাব নির্বাচিত হয় এবং তাঁর সহায়তায় ২০১২ সালে ১০ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। তিনি প্রায় ৫৮ বছর যাবত স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

জনাব খলিলুর রহমান মন্ডল ১৯৯০ সালে প্রশংসাপত্র (ন্যাশনাল সার্টিফিকেট), ২০০০ সালে মেডেল অব মেরিট, ২০০৩ সালে লং সার্ভিস ডেকোরেশন, ২০০৭ সালে বার টু দি মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৩ সালে বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘রৌপ্য ইলিশ’ পদকে ভূষিত হন।

জনাব খলিলুর রহমান মন্ডল - কে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ধারাবাহিক অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘রৌপ্য ব্যাঘ্র’ পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

শেখ হায়দার আলী বাবু, এলটি

সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল।

শেখ হায়দার আলী বাবু ১৯৬০ সনে বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলার দশানী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম শেখ আমানত আলী এবং মরহুমা সায়েদা বেগম এর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ হায়দার আলী বাবু খেলাধুলার উপর স্নাতক ডিগ্রী অর্জন এবং পরবর্তীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭৭ সালে স্কাউট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ সময়ে তিনি ইউনিট, উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে নিরলস শ্রম, মেধা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ১৯৯০ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বাগেরহাট জেলা স্কাউটস এর সম্পাদক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ের মধ্যে বাগেরহাট জেলা স্কাউটস বৃক্ষরোপনে জাতীয় পর্যায়ে ২য় স্থান অর্জন করে এবং খুলনা অঞ্চলে বাগেরহাট জেলা শ্রেষ্ঠ জেলা স্কাউটস এর সম্মান অর্জন করে। ২০০৬ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি বাগেরহাট জেলা স্কাউটস কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) হিসেবে ৬ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে খুলনা অঞ্চলের কাউন্সিলর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর একজন লিডার ট্রেনার। বাংলাদেশ স্কাউটস এর বহু প্রশিক্ষণ কোর্সে তিনি প্রশিক্ষক/কোর্স লিডার হিসেবে সহায়তা করেন। তিনি বাগেরহাট সুন্দরবন মুক্ত স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে ইউনিট পর্যায়ে কাজ করে চলেছেন। ২০০৫ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত ৩য় সাফ ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পে তিনি বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জাম্বুরী, কমডেকা, মুট ও ক্যাম্পুরীতে কর্মকর্তা হিসেবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডর আক্রান্ত এলাকায় উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ বিতরণে প্রসংশনীয় অবদান রাখেন। বাগেরহাট জেলা স্কাউটস এর নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপনের লক্ষ্যে জমি প্রাপ্তিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি বাগেরহাট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি, বাগেরহাট জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং বাগেরহাট রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের কার্যনির্বাহী সদস্য ও আজীবন সদস্য সহ বহু শিক্ষামূলক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। বর্তমানে শেখ হায়দার আলী বাবু বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

তিনি ইতোপূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, বার টু দি মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, সি.এন.সি'স অ্যাওয়ার্ড এবং রৌপ্য ইলিশ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

শেখ হায়দার আলী বাবু- এর স্কাউটিংয়ে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব মুবিন আহমদ জায়গীরদার

কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল

স্কাউটার মুবিন আহমদ জায়গীরদার ১৯৬২ সনের ১০ নভেম্বর সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ফুলবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মঞ্জুর আহমদ জায়গীরদার ও মাতা আশ্রাফুননেছা চৌধুরী ঝুনু এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুবিন আহমদ জায়গীরদার। স্কাউটার জায়গীরদার ব্যক্তি জীবনে একজন ব্যবসায়ী তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক।

জনাব জায়গীরদার ১৯৭০ সনে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন 'কাব দল' এর সদস্য হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সনে যশোর পুলেরহাটে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের '১ম জাতীয় স্কাউট সমাবেশ' এম.সি একাডেমী স্কাউট দলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। স্কাউট-জীবনে পেট্রল লিডার ও ট্রুপ লিডার এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রংপুরে অনুষ্ঠিত '২য় জাতীয় স্কাউট সমাবেশ', শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠিত '৩য় জাতীয় স্কাউট সমাবেশ' ও '১ম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী'-তে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সনে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় তিনি রোভারিংয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সনে 'স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স' সম্পন্ন করে তার বন্ধু স্কাউটার মোঃ সিরাজুল ইসলামের সহযোগিতায় "অগ্রদূত মুক্ত স্কাউট দল" গঠন করেন এবং ইউনিট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সনে তিনি স্কাউট শাখায় 'উডব্যাজ' অর্জন করেন।

১৯৮৪ সনে গোলাপগঞ্জ উপজেলা স্কাউটস গঠিত হলে তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২০০৩ সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মুবিন আহমদ জায়গীরদার তৎকালীন চট্টগ্রাম আঞ্চলিক স্কাউটস এর যুগ্ম সম্পাদক, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার এবং সিলেট জেলা স্কাউটস এর ট্রেজারার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল গঠিত হলে তিনি আঞ্চলিক স্কাউটসের ট্রেজারার নির্বাচিত হন এবং ট্রেজারার হিসেবে অঞ্চলের আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ২০০৩ সনে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং আঞ্চলিক সদর দফতরের ভূমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার ও আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১৩ সালে আঞ্চলিক কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে সিলেট অঞ্চলে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিশেষ করে আঞ্চলিক স্কাউট ভবন ও জেলাসমূহের স্কাউট ভবন নির্মাণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি মহোদয়ের সহায়তায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

স্কাউটার মুবিন আহমদ জায়গীরদার থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত '৫ম ব্যাংকক মেট্রোপলিটন স্কাউট জাম্বুরী'-তে বাংলাদেশ স্কাউটস এর কন্টিনজেন্ট লিডার, ২০০৩ সনে মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল ওয়ার্কশপ অন ইয়ুথ প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট' (স্কাউট সেকশন) এ বাংলাদেশ দলের দলনেতা, ২০০৬ সনে দলনেতা হিসেবে 'জাপান ইনভাইটেশন প্রোগ্রাম' ও ২০০৭ সনে আইএসটি সদস্য হিসেবে ইংল্যান্ডে অনষ্ঠিত '২১ তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী'-তে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ভারত, সৌদি আরব, বাহরাইন ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রায় সকল জাতীয় জাম্বুরী, ক্যাম্পুরী ও কমডেকাতে কর্মকর্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

স্কাউটার মুবিন আহমদ জায়গীরদার স্কাউটিং এর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। তার একান্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৯১ সনে গোলাপগঞ্জ এমসি একাডেমীতে কলেজ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় যা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কুমিল্লার প্রথম স্কুল ও কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি দীর্ঘ ৬ বছর উক্ত একাডেমীর গভর্নিং বডির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি শাহজালাল উপশহর হাই স্কুল, সিলেট এর ম্যানেজিং কমিটি সদস্য হিসেবে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাছাড়া গোলাপগঞ্জ উপজেলা গণগ্রন্থাগার এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব, কুহেলিকা সাহিত্য সংসদ, গোলাপগঞ্জ এর সভাপতি এবং নাটাব, সিলেট জেলার আজীবন সদস্য। তিনি অগ্রদূত মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সভাপতি এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।

স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ইতোপূর্বে 'ন্যাশনাল সার্টিফিকেট', 'মেডেল অব মেরিট', 'বার টু দি মেডেল অব মেরিট', 'লং সার্ভিস ডেকোরেশন অ্যাওয়ার্ড', 'সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড', 'সভাপতি অ্যাওয়ার্ড' ও ২০০৯ সালে বাংলাদেশ স্কাউটসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদক অর্জন করেন।

স্কাউটিংয়ে ধারাবাহিক অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

প্রফেসর ছালেহ্ আহ্‌মদ পাটোয়ারী, এলটি

সহ-সভাপতি

বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

প্রফেসর ছালেহ আহমদ পাটোয়ারী ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সনে ফেনী জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আলহাজ্ব নূর আহ্‌মদ পাটোয়ারী, মাতা মোছাম্মৎ খায়রুন্নেসা। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ে ১৯৮০ সালে বি.এসসি (সম্মান) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে একই বিষয়ে এম.এসসি পাস করেন।

তিনি ১৯৮৫ সালে প্রভাষক হিসেবে সরকারি সিটি কলেজ চট্টগ্রামে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন। কক্সবাজার সরকারি কলেজে সহকারি অধ্যাপক এবং চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে উপ কলেজ পরিদর্শক এবং কলেজ পরিদর্শক, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ চট্টগ্রামে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এবং অধ্যক্ষ হিসেবে ফেনী ফুলগাজী সরকারি কলেজে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় ৩১ বছর সরকারি কলেজসমূহে শিক্ষকতা ও প্রশাসনে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পর ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম ডিভিশনাল স্কুল এন্ড কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত আছেন।

তিনি উচ্চ মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞান ব্যবহারিক বইয়ের প্রণেতা। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে তিনি বিভিন্ন সময় বিষয় ভিত্তিক, জনসংখ্যা বিষয়ক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং SSCEM কোর্সে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন-এ মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটি এর ফ্যাকাল্টি অব এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে Assessment & Reformation of Examination - 2002 এ তিন মাসের প্রশিক্ষণে কৃতিত্বের সাথে গ্রেড A+ অর্জন করেন। দেশে ফিরে এ বিষয়ের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রফেসর ছালেহ্ আহ্‌মদ পাটোয়ারী ১৯৮৫ সালে রোভার নেতা বেসিক কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করে রোভার স্কাউট দল গঠন করেন। ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম জেলা রোভারে যেখানে কেবলমাত্র ৪টি রোভার দল ছিল, তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় সেখানে গার্ল ইন রোভার দলসহ ৪৪টি রোভার দল গঠিত হয়। তাঁরই প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতায় ২০০০ সালে সরকারি সিটি কলেজে ১ জন রোভার স্কাউট, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত রোভার অঞ্চলের দ্বাদশ আঞ্চলিক রোভার মুটে তিনি সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগী সদস্য এবং বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহ-সভাপতি, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সংগঠন) এবং বর্তমানে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০১২ সাল থেকে চট্টগ্রাম অটিস্টিক চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর "লাইফ মেম্বার" হিসেবে সক্রিয় সহায়তা করেছেন।

প্রফেসর ছালেহ্ আহ্‌মদ পাটোয়ারি দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন স্কাউট ও রোভার প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক ও কোর্স লিডার এবং বিদেশে স্কাউট প্রশিক্ষণ কোর্সেও প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের সহযোগিতায় ২০০৭ সালে এপিআর কর্তৃক আয়োজিত পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সিএলটি কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনফারেন্স-এ তিনি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জেলা, অঞ্চল এবং বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত জেলা মুট, আঞ্চলিক সমাবেশ, জাতীয় রোভার মুট, কমডেকা এবং জাম্বুরীতে বিভিন্ন পদমর্যাদায় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি ১৯৯৫ সালে কাব শাখায় এবং ১৯৮৭ সালে রোভার শাখায় উডব্যাজ অর্জন করেন। ১৯৯৭ সালে লিডার ট্রেনারের সম্মানীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের শ্রেষ্ঠ "একটিভ সম্পাদক" এবং ২০০০ সালে বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিভাগের "বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ রোভার নেতা" এবং জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ সালে চট্টগ্রাম জেলার "শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক" নির্বাচিত হন।

তাঁর নিরলস শ্রম, মেধা, প্রজ্ঞা এবং অনন্য সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস তাঁকে সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড, মেডেল অফ মেরিট, বার টু দি মেডেল অফ মেরিট, দীর্ঘ সেবা অ্যাওয়ার্ড ও সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড "রৌপ্য ইলিশ" এ ভূষিত করেছে।

স্কাউটিং কার্যক্রমে দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিক ও বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস ২০১৭ সালে প্রফেসর ছালেহ্ আহ্‌মদ পাটোয়ারী -কে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করেছে।

জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন, এলটি

সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুড়িগ্রাম জেলা

স্কাউটার মোঃ শাহাবুদ্দিন ১৯৫১ সালে কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলার টাঙ্গালিয়া পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম এফাজ উদ্দিন, মাতা মরহুমা সাহাতন্নেছা। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা বি,এ,বি,এড। তিনি ১৯৬৯ সালে যাদুর চর উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান করেন। একই বছর তিনি বেসিক কোর্স সম্পন্ন করে অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে স্কাউটিংয়ের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে জেলা সদরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুড়িগ্রাম রিভার ভিউ হাই স্কুলে একই সাথে সহকারী শিক্ষক ও স্কাউট ইউনিট লিডার হিসাবে যোগদান করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে স্কাউট দল পরিচালনা করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে উডব্যাজ অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে সহকারী লিডার ট্রেনার এবং ১৯৯৫ সালে লিডার ট্রেনার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

স্কাউটিং কার্যক্রমে তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউট সম্পাদক, ২০০৫-২০০৭ পর্যন্ত জেলা স্কাউট কমিশনার এবং ২০০৮-২০১৭ পর্যন্ত জেলা স্কাউটস এর সহ-সভাপতি পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এবার পুনরায় জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করলেও তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর একজন লিডার ট্রেনার হিসেবে স্কাউটিং এর সকল কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন ১১নং সেক্টরে সাহসিকতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্কাউটিং কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি একজন সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে পরিচিত। তাঁর গল্প, প্রবন্ধ ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে তাঁর অনেক রচনা ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পর্যায়ক্রমে দৈনিক আজাদ ও বাংলার বাণী পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ বেতারের জেলা সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। সাহিত্য কর্মের জন্য রংপুর বিভাগীয় লেখক পরিষদ তাঁকে 'গুণী সাহিত্যিক সম্মাননা-২০১৬' প্রদান করেন।

জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন ইউনিট থেকে অঞ্চল পর্যন্ত স্কাউট আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছেন। স্কাউটিং কার্যক্রমে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ইতোপূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, বার টু দ্যা মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস ডেকোরেশন, সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড, সভাপতি অ্যাওয়ার্ড এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্ত হন।

স্কাউটিংয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তাঁর ধারাবাহিক নিরলস সেবা ও অনন্য আবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান, এলটি

সহ-সভাপতি

বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান ১৯৫৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা; আবুল হোসেন ও মাতা; নবীরণ নেছা, স্ত্রী; মাহমুদা বেগম এবং তার পুত্র মোঃ মাসুদুজ্জামান সৌরভ। ১৯৮৫ সালে খুলনায় অনুষ্ঠিত ২১তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সাতক্ষীরা কলারোয়া সরকারি কলেজে রোভার লিডার হিসেবে তাঁর স্কাউট জীবন শুরু করেন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত উক্ত গ্রুপের রোভার স্কাউট লিডার ও সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ছাত্র জীবনে স্কাউটিং, খেলাধুলা ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান থেকে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সরকারী তোলারাম কলেজে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ১৯৯৪ সালে সহকারী লিডার ট্রেনার এবং ০৮ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে লিডার ট্রেনারের সম্মানীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য, তিনি কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট তিন শাখায় উডব্যাজপ্রাপ্ত। তিনি তাঁর চাকুরী জীবনে কলারোয়া সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ এর রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার ইউনিটের সাথে সম্পৃক্ত থেকে প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলা রোভারের সম্পাদক এবং ১৯৯৪ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলা রোভারের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে তাঁর প্রচেষ্টায় সাতক্ষীরা জেলা রোভারের উদ্যোগে ৮ টি জেলা রোভার মুট ও ৩ টি কমডেকা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় সাতক্ষীরা জেলায় "দেবনগর রোভার পল্লী" প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং রোভার পল্লীতে স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপণ, সবজী বীজ বিতরণ, ঈদ প্যাকেজ প্রদানসহ একটি ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক চালু করেন।

তিনি ২০০০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের সহযোজিত সদস্য, ২০০৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত খুলনা বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি, ২০০৬ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত রোভার অঞ্চলের যুগ্ম-সম্পাদক, ২০০৮ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত রোভার অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সম্পাদক, ২০১৫-২০১৮ পর্যন্ত রোভার অঞ্চলের সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০১৮-২০২১ সালের জন্য রোভার অঞ্চলের কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া, ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি ২০০৯ সালে বাহাদুরপুরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে নবম জাতীয় রোভার মুটের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালে বাহাদুরপুরে অনুষ্ঠিত রোভার অঞ্চলের সপ্তদশ রোভার মুটের সদস্য সচিব হসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ সালে পঞ্চগড়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে দশম জাতীয় রোভার মুট ও ৫ম জাতীয় কমডেকায় সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন কোর্সে কোর্স লিডার, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তা হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

বিগত ৩২ বৎসর যাবৎ তিনি জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম, স্কাউটিং সংগঠন ও সম্প্রসারণ, দল বৃদ্ধি, সমাজ উন্নয়ন, ওয়ার্কশপ, সমাবেশসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ২৪ তম এপিআর কনফারেন্স, আন্তর্জাতিক কমডেকা, ওয়ার্কশপ, সেমিনারসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী ও কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও খেলাধুলায় ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৯৭২ সালে সাতক্ষীরা সদরে "গণমুখী সংঘ" প্রতিষ্ঠা করেন। খেলাধুলায় গণমুখী সংঘ বাংলাদেশে অনেক নতুন প্রতিভার সৃষ্টি করেছে। যার মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়ার সৌম্য সরকার ও মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির আজীবন সদস্য হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি স্কাউটিংয়ে ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ স্কাউটস এর ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, সভাপতি অ্যাওয়ার্ড ও ২০০৯ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ইলিশ-এ ভূষিত হন।

স্কাউটিং কার্যক্রমে জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান - এর ধারাবাহিক, বলিষ্ঠ ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

২০১৭ সালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ

জনাব মোঃ আলমগীর
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং
সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এন.ডি.সি
জাতীয় কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি) এবং
ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, টিকেট টু লাইফ প্রকল্প

জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস)
বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল
ও উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব মোঃ রেজাউল করিম
জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন), বাংলাদেশ স্কাউটস ও
যুগ্ম-সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

জনাব চন্দন কান্তি দাস
আঞ্চলিক কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয় অঞ্চল

Ms. Reiko Suzuki (Japan)
Second Vice-Chairman, APR Scout Committee

Mr. Jose Rizal C. Pangilinan
Regional Director
World Scout Bureau / APR Support Centre

জনাব এ বি এম চাঁন মিয়া, এএলটি
গ্রুপ সম্পাদক, ঢাকা কলেজিয়েট গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, ঢাকা

জনাব আবদুল হক তালুকদার, এএলটি
সহ-সভাপতি,
বাংলাদেশ স্কাউটস, মানিকগঞ্জ জেলা

জনাব সরকার ছানোয়ার হোসেন, এলটি
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা

জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী এলটি
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন),
বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল।

জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু
আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল

জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, এলটি
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)
বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চল

জনাব এ.কে.এম.ফরিদ আহমেদ, এলটি
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ফেনী জেলা।

জনাব এইচ এম ফজলুল কাদের
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

ড. আরেফিনা বেগম, এলটি
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন), রোভার অঞ্চল

অধ্যাপক সৈয়দ শাহজাহান এলটি
সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল জেলা রোভার

জনাব মোঃ আলমগীর

সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও
সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জনাব মোঃ আলমগীর ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। যোগদানের পূর্বে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ আলমগীর ১৯৮৬ সালে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকুরী জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সময় দেশে ও বিদেশে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ) এর প্রশাসক ও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং দেশে-বিদেশে বহু প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনে মোঃ আলমগীর ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে অনার্স এবং ১৯৮৩ সালে একই বিষয়ে এম.এস.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। জনাব মোঃ আলমগীর ০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক।

জনাব মোঃ আলমগীর মাঠ প্রশাসনে দায়িত্ব পালনকালে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্কাউটিং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক এর দায়িত্ব পালনকালে 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প' বাস্তবায়ন, মনিটরিং এ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট দল গঠনের নির্দেশনা প্রদান এবং যুব সমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে এ আন্দোলনকে সমাজের সকল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদান করে আসছেন।

জনাব মোঃ আলমগীর প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি স্কাউটিং এর সম্পূরক শিক্ষা কারিগরি ও মাদ্রাসাসমূহে বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ-সভাপতি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসাসমূহে স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে নিয়মিত শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করে স্কাউট আন্দোলনের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছেন।

জনাব মোঃ আলমগীর- এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এন.ডি.সি, এলটি

জাতীয় কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি) এবং ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, টিকেট টু লাইফ প্রকল্প

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার, এনডিসি, এলটি, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় ০৮ মে ১৯৫৯ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব কফিল উদ্দিন সিকদার ও মাতা আমেনা খাতুন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে স্লোভেনিয়ায় লুবলিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ সালে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সাফল্যের সাথে ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (ndc) সম্পন্ন করেন। জনাব আনোয়ার সিকদার দুই পুত্র সন্তানের জনক। তাঁর সহধর্মিনী বেগম ফেরদৌসী বেগম লিপি।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার ১৯৭২ সালে ছাত্র জীবনে স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। অতঃপর এডাল্ট লিডার হিসেবে ১৯৯৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর যাবত স্কাউট আন্দোলনে জড়িত আছেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখছেন। তিনি দেশ-বিদেশে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অর্ধশতাধিক বহুসংখ্যক ওয়ার্কশপ, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, বেসিক কোর্স, অ্যাডভান্সড কোর্স, স্কীল কোর্স, সিএএলটি, সিএলটি কোর্সে প্রশিক্ষক ও কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৭ সালে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত এপিআর সিএলটি কোর্সে সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালে লিডার ট্রেনারের সম্মানীয় দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি 'টাইগার শার্ক ওপেন এয়ার স্কাউট গ্রুপ' নামে বাংলাদেশ স্কাউটস এয়ার অঞ্চলের আওতায় একটি মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস স্কাউট আইন প্রণয়ন কমিটি'র আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সাল থেকে ছয় বছর বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় উপ কমিশনার প্রথমে জনসংযোগ ও পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশে এশিয়া প্যাসিফিক **'ম্যাসেঞ্জার** অব পিস (MOP)' এর ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সাল থেকে অদ্যাবধি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের টিকেট টু লাইফ প্রকল্পের (TTL) ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে পথশিশু/সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার মহান ব্রতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (ভূ-সম্পত্তি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলার ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, বন্দোবস্ত প্রাপ্তিতে আইনগত সহায়তামূলক কাজে অনবদ্য ভূমিকা রাখছেন।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার ১৯৮৪ সালের বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি সর্বশেষ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি'র রেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বর্তমানে সচিব (পিআরএল) এ আছেন। এর পূর্বে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য পদ হিসেবে তিনি চেয়ারম্যান- ইপিআরসি, শ্রেডা, বিএডিসি; সদস্য- বিপিএটিসি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; প্রশাসক- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন; অতিরিক্ত সচিব- কৃষি মন্ত্রণালয়; পরিচালক-আইএমইডি (উপ সচিব) হিসেবে তাঁর কর্ম দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ২০১৬ সালে সরকারের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ পান এবং ২০১৭ সালে সচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার বাংলা একাডেমী এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর আজীবন সদস্য। এছাড়া তিনি নির্বাহী সদস্য- বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি এবং বাংলাদেশ হিউম্যান ডেভেলপম্যান্ট সোসাইটি। একজন লেখক হিসেবে তাঁর প্রকাশিত বই সংখ্যা ৮ টি এবং প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ ২২ টি এবং প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী ০৩ টি। একজন সংস্কৃতিমনা নিখাদ মনের মানুষ, দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি পেশাগত এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় সবার আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার পেশাগত ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অষ্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলারুশ, বেলজিয়াম, চীন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, মরোক্ক, নেদারল্যান্ডস, ফিলিপিন্স, কাতার, রাশিয়া, সিঙ্গাপুর, স্লোভেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া,থাইল্যান্ড, তিউনিশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং ভিয়েতনামসহ ৩০ টি দেশ ভ্রমণ করেন।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক থাকাকালীন স্কাউট আন্দোলনের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জাম্বুরী, ক্যাম্পুরী, রোভার মুট, কমডেকাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইভেন্টে তাঁর সরব উপস্থিতি, সুবিবেচনা প্রসূত দিক নির্দেশনা, নিরলস পরিশ্রম এবং সার্বক্ষণিক তত্বাবধানে স্কাউট আন্দোলন ধাপে ধাপে সমৃদ্ধ হয়েছে।

জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন

জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), বাংলাদেশ স্কাউটস

জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় ০৫ মে ১৯৬১ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মকবুল আলী আকন্দ এবং মাতা জরিনা খাতুন। জনাব মোফাজ্জেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি তিন সন্তানের জনক। তাঁর সহধর্মিনী ড. শওকত আরা।

জনাব মোফাজ্জেল ১৯৭৪ সালে ছাত্র জীবনে বয় স্কাউট হিসেবে স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। অতঃপর এডাল্ট লিডার হিসেবে ১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রায় ২০ বছর যাবত স্কাউট আন্দোলনে জড়িত আছেন। তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে স্কাউটস এর বহুসংখ্যক ওয়ার্কশপ, ওরিয়েন্টেশন কোর্স ও দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের আওতায় 'হেরাল্ড ওপেন স্কাউট গ্রুপ' নামে একটি মুক্ত স্কাউট দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন ১৯৮৬ সালে বিসিএস প্রশাসনে যোগদানের পর সরকারের বিভিন্ন পদে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলা স্কাউটস এর সভাপতি হিসেবে স্কাউটিংয়ে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। বাঘারপাড়া স্কাউটিং এর উন্নতির পরে তিনি রামগতি ও লক্ষ্মীপুর উপজেলার স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। ২০০৮-২০০৯ সালে নেত্রকোনা জেলার স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে জেলা স্কাউটসের সভাপতি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ২০১১-২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রায় ৩৬০০০ হাজার স্কাউট ও রোভার স্কাউট এর অংশগ্রহণে সারা দেশে একযোগে ৬০০ টি 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প' বাস্তবায়নে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও প্রতিবছর জোটা-জোটি, এপিআর ইন্টারনেট জাম্বুরী, আর্থ আওয়ার সহ বিভিন্ন স্কাউটিং কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মোফাজ্জেল ৩০ মার্চ - ০৫ এপ্রিল'১৮ পর্যন্ত চাঁদপুরের হাইমচরে অনুষ্ঠিত "৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা"র সফল বাস্তবায়নে সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি হিসেবে দৃঢ়তার সাথে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি (৫ অক্টোবর ২০১৭ থেকে) বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বর্তমানে জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি অফিসার্স ক্লাবের সম্মানিত সদস্য, পিসি কলেজ অ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন (৭৯ তম ব্যাচ) এর সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয় অর্থনীতি বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (১৯৭৯-৮০ ব্যাচ) এর সহ সভাপতি এবং মঠবাড়ীয়া কল্যাণ সমিতি, পিরোজপুরের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অত্যন্ত মিতভাষী জনাব মোফাজ্জেল একজন সংস্কৃতিমনা নিখাদ মনের মানুষ। দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি পেশাগত এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সবার আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে তিনি ২০০৭ সালে মেডেল অব মেরিট, ২০১০ সালে "সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড" অর্জন করেন।

জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন- এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল ও
উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ ১৯৫২ সালে পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব মোবাশ্বের আলী ও মাতা মোসাম্মাৎ তারা। শিক্ষা জীবনে তিনি জয়কুল এম এম হাই স্কুল থেকে এসএসসি ও বরিশাল বি এম কলেজ থেকে এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হারুন-অর-রশিদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিএ (অনার্স) ও এম এ উভয় পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ১৯৮৩ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেকর্ড পরিমাণ স্বল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ নিয়ে ১৯৯২ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, সুইডিস সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে ১৯৯৪ সালে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নুমাতা ফেলোশিপ নিয়ে ২০১৪ সালে জাপানের রিউকোকু বিশ্ববিদ্যালয়-এ পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন।

শিক্ষানুরাগী ড. হারুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করেন। জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিতরণের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগকারী ড. হারুন ১৯৮৫ সালে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত একজন প্রফেসর। চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ রহমান হলের প্রভোস্ট, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পরপর ৩ বার নির্বাচিত ডিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি, সিনেট সদস্য, সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির পরপর ৩ বার নির্বাচিত সদস্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি ও এর সহ-সভাপতি, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের আলোকে পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন ও সংশোধনে গঠিত সরকারি কমিটির সদস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজ ও শিক্ষা নিয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তাশীল বরেণ্য এ শিক্ষাবিদ ও গবেষকের ১০টি গবেষণা গ্রন্থ, ৫টি সম্পাদিত গ্রন্থ ও ৭০টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও কৃতী গবেষক ড. হারুন-অর-রশিদ তাঁর "মূলধারার রাজনীতি: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-২০১৬"গ্রন্থটি রচনার জন্য মৌলিক গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।

বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের অদম্য ব্যক্তিত্ব ড. হারুন ২০১৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও স্বীয় কাজের প্রতি আন্তরিকতা বিবেচনায় সদাসয় সরকার তাঁকে মার্চ ২০১৭ থেকে দ্বিতীয় মেয়াদে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন।

স্কাউট দরদী ড. হারুন ২০১৩ সালে রোভার অঞ্চলের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অঞ্চলের সভাপতি হিসেবে তিনি রোভার প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষণ, সংগঠন, সমাজ উন্নয়নসহ যাবতীয় কার্যক্রমে সুচিন্তিত পরামর্শ ও সক্রিয় নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিচ্ছেন। তাঁর সময়ে ৮৭১ টি নতুন রোভার স্কাউট দল গঠিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে অষ্টাদশ আঞ্চলিক রোভার মুট-২০১৭ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যাতে প্রায় আট হাজার রোভার স্কাউট, কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে। তাঁর সময়কালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আনুকূল্যে চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ১৮৮ একর ভূমি বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল ব্যবহারের অনুমতি লাভ করে, যেখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের রোভার অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প গড়ে তোলার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্কাউট বান্ধব ড. হারুন-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রোভার স্কাউটিং-এর শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে একুশ লক্ষ স্কাউট তৈরির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারিকৃত অনুশাসনের আলোকে তিনি তাঁর দপ্তর থেকে পরিপত্র জারি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোভার স্কাউট দল গঠনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়া রোভার স্কাউট ফি আদায়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে রোভার স্কাউটিং সম্প্রসারণে তাঁর অনবদ্য অবদানের জন্য তিনি ইতোমধ্যে স্কাউট অঙ্গণে প্রশংসিত হয়েছেন।

ব্যক্তি, পারিবারিক ও কর্মজীবনে অত্যন্ত সফল নিবেদিতপ্রাণ এ স্কাউটার ইতোপূর্বে বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক সভাপতি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন। রোভার স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে তাঁর ধারাবাহিক অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব মোঃ রেজাউল করিম

জাতীয় উপ কমিশনার (সংগঠন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

জনাব মোঃ রেজাউল করিম ১৯৭৯ সালে ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা, ১৯৮১ মালে গুরুদয়াল সরকারী কলেজ, কিশোরগঞ্জ হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ১৯৮৫ সালে স্নাতক ও ১৯৮৬ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ২০০৬ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৯১ সালে বাংলাদশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) এ যোগদান করেন। চাকুরী জীবনে তিনি বাংলাদেশ সচিবালয়সহ মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকারের একজন যুগ্ম সচিব। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, মিরপুরে এনডিসি কোর্সে প্রশিক্ষণরত।

জনাব মোঃ রেজাউল করিম ১৯৬৪ সালে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার রায়শিমুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ আব্দুল মজিদ ও মায়ের নাম মোসাম্মাৎ রাবেয়া বেগম। তার স্ত্রী মিসেস হোসনা রিদা বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। তিনি কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকায় ইংরেজী বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক। তাদের দুই সন্তান যথাক্রমে রাশাদ করিম ও ইসমাম করিম ঢাকা কলেজ ও গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার হিসেবে প্রথমে সমাজ উন্নয়ন ও পরেবর্তীতে সংগঠন বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৮১ সালে ছাত্র জীবনে স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত হন। অতঃপর এডাল্ট লিডার হিসেবে ১৯৯৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২২ বছর যাবত স্কাউট আন্দোলনে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি চার বছরের অধিক সময়ব্যাপী 'জাতীয় স্কাউট শপ' এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০০৮-২০০৯ সালে গাজীপুরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরের সীমানা দেয়াল ও আম বাগান স্থাপনে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জাম্বুরী, ক্যাম্পুরী, রোভার মুট, কমডেকাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইভেন্টে তাঁর সরব উপস্থিতি, সুবিবেচনা প্রসূত দিক নির্দেশনা নিরলস পরিশ্রম এবং সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে স্কাউট আন্দোলন ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। একজন সংস্কৃতিমনা নিখাদ মনের মানুষ, দক্ষ ও মেধাবী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি পেশাগত এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সবার আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

তিনি জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখছেন। তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে ওয়ার্কশপ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। তিনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে স্কাউটিংয়ের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করেন। তিনি ংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের আওতায় 'হেরাল্ড ওপেন স্কাউট গ্রুপ' নামে একটি মুক্ত স্কাউট দলের সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

তিনি পেশাগত ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলারুশ, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল এবং ভিয়েতনামসহ ২৩ টি দেশ ভ্রমণ করেন।

জনাব মোঃ রেজাউল করিম - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব চন্দন কান্তি দাস

আঞ্চলিক কমিশনার

বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয় অঞ্চল

জনাব চন্দন কান্তি দাস ১৯৬০ সালের ০৫ নভেম্বর চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার বৈচাতরী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুধাংশু ভুষণ দাস এবং মাতার নাম কিরণ ময়ী দাস। তিনি কুমিল্লা জেলা স্কুলে অধ্যয়নরত অবস্থায় বয় স্কাউট হিসাবে স্কাউটিং জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় বর্তমানে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) থেকে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্ত হন।

১৯৮৪ সালে ৬ষ্ঠ বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারিতে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্বাঞ্চল) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৭২ সালে ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়ণকালে সদ্য স্বাধীন দেশে ১ম স্বাধীনতা দিবস কুজকাওয়াজে কুমিল্লা জেলা স্কুলের স্কাউট দলের ট্রুপ লিডার হিসেবে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং কুমিল্লা জেলা স্কুল স্কাউট দলকে সু-সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করার পর থেকে বয়স্ক নেতা হিসেবে স্কাউট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পদে চাকুরীর সুবাদে বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চলের বিভিন্ন রেলওয়ে জেলার উপ-কমিশনার ও সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই সময়ে রেলওয়ে জেলার স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ২০০৪ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০০৭ সালে স্কাউটিং এর শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনকালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিশেষ আয়োজন "শতবর্ষ ট্রেন জাম্বুরী" বাস্তবায়নে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় প্রোগ্রাম - ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, রোভার মুট ও কমডেকা বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান করেছেন। স্কাউটিংয়ে উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তাঁর নিরলস অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ধারাবাহিকভাবে ইতোমধ্যে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, বার টু দি মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস ডেকোরেশন, লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড এবং সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হন।

স্কাউটিং কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ জনাব চন্দন কান্তি দাস - কে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব এ বি এম চাঁন মিয়া, এএলটি

গ্রুপ সম্পাদক, ঢাকা কলেজিয়েট গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, ঢাকা

স্কাউটার এ, বি, এম চাঁন মিয়া ১৯৮৯ সালে কাব লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কাউটিং এ দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯৬২ সালে চালাকচর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি তৎকালীন ঢাকা কায়েদে আজম কলেজ থেকে আই.এ ও ১৯৬৮ সালে বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯৭৭-৭৮ সেশনে ফেণী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি,এড সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই বৎসর মেয়াদী 'থিসিস ভিত্তিক' এম,এড কোর্সে ভর্তি হন এবং ১৯৯২ সালে এম,এড সম্মন্ন করেন।

১৯৪৫ সালে নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলাস্থ চন্দনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জনাব এ, বি, এম চাঁন মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ ছোরত আলী ও মাতা মরহুমা করম চাঁন বিবি। তিনি ১৯৭৫ সালে কমলাপুর শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৮৬ সালে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে চাকুরীর সুযোগ পান এবং রাঙ্গামারি নারানগিরি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখান থেকে বদলী হয়ে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পরবর্তিতে বদলী হয়ে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে যোগদান করেন এবং ২০০৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৯৪ সালে উডব্যাজ লাভ করেন। ১৯৯৬ সালে ১৭ তম ট্রেনার্স কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস তাঁকে সহকারী লিডার ট্রেনার এর সম্মানীয় দায়িত্ব প্রদান করে।

তিনি তাঁর শিক্ষকতা জীবনে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। ঢাকা কলেজিয়েট গভ. হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় তিনি ০২টি কাব দল ও ০১টি স্কাউট দল গঠন করেন। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত কাবিং ও স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তিনি অত্র বিদ্যালয়ে থাকাকালীন ০৭ জন শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ও অনেকে দক্ষ স্কাউট হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণসহ বাহাদুরশাহ পার্ক, বাংলাবাজার ও ইসলামপুরের বিভিন্ন অংশে স্কাউটরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালায়। জাতীয় দুর্যোগের সময় বাংলাদেশ স্কাউটস এর আহবানে সারা দিয়ে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের স্কাউট দল পুরাতন ও নতুন কাপড় সংগ্রহ এবং বিতরণ করে সুনাম অর্জন করেছে ও স্কাউটার এ, বি, এম চাঁন মিয়াকে প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানীত করেছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন এর নির্বাহী কমিটিতে তিনি তিনবার বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন। তিনি ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত বেসিক কোর্স/অ্যাডভান্সড কোর্সে প্রশিক্ষক ও কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সকলের নিকট 'চাঁন ভাই' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী ও কমডেকায় দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর একটি বড় শখ হলো বৃক্ষরোপণ। বৃক্ষ যেন তাঁর সাথে কথা বলে। তিনি সরকারী নার্সারী থেকে বিভিন্ন গাছের চারা এনে স্কাউটদের দিয়ে বিদ্যালয়ের চারদিকে রোপণ করেন যা আজও দৃশ্যমান। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০২ সালে ঢাকা কলেজিয়েট গভ. হাই স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক জনাব আনোয়ার হোসেন এর নেতৃত্বে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কাউটস ও ছাত্ররা তাঁকে 'গোল্ড মেডেল' প্রদান করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রিয় শিক্ষক হিসেবে তিনি যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন ঠিক তেমনি সহকর্মীদের মাঝেও ছিলেন সবার প্রিয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর স্কাউটিং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং ও প্রোগ্রামে সক্রিয় সহায়তা প্রদানে তাঁর নিরলস অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ইতোপূর্বে তিনি ধারাবাহিকভাবে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, বার টু দি মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস ডেকোরেশন, লং সার্ভিস, সি.এন.সি'স অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

স্কাউটার এ, বি, এম চাঁন মিয়া - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

Ms. Reiko SUZUKI

Chairperson, International Committee
Scout Association of Japan (SAJ)

Ms. Reiko SUZUKI is the Chairperson of International Committee of the Scout Association of Japan. She was born in 1948. She is renowned and very well known in World Scouting. Currently Ms. SUZUKI is a Member of the National Executive Board and Deputy Chief Commissioner. She is also the World Board Member of the Oleve Baden Powell Society.

Ms. Reiko SUZUKI performed her responsibilityas the 2nd Vice-Chairman of APR Scout Committee from 2012-2018. She was the Vice-Chairperson of International Committee of the Scout Association of Japan from 1997-2005. Beginning from the District level Commissioner she accomplished her duties up to World level. Ms. Reiko SUZUKI was also the Chairperson of APR Adult Resources Sub-Committee from 2007-2009.

She supported in different Courses and Workshops as Director in Bhutan, Tokyo, Taiwan and also in Thailand. She attended all the APR Scout Conferences since 21st APR Scout Conference in Brunei in 2004. Ms. SUZUKI has also attended the World Scout Conferences beginning from 35th World Scout Conference in Durban (South Africa) to the 41st World Scout Conference in Azerbaijan. She assisted in organizing all the World Scout Jamborees from 20th to 23rd WSJ.

Bangladesh Scouts implemented Primary Health Care and Nutrition Projects in association with the Scout Association of Japan for a long period in the remote areas in Bangladesh. Ms. Reiko SUZUKI also supported in CJK-B Project which is creating a lot of acceptance for Scouting among the villagers.

For her valuable service to Scouting Ms. Reiko SUZUKI was awarded Bronze Wolf Award in 2017 by the World Scout Committee. She was also bestowed with Mugungwha Silver Award by Korea Scout Association in 2014, Bronze Tamaraw Award in 2014 by the Boy Scouts of the Philippines, APR Award for Distinguish Member in 2012, SAJ Certificate of appreciation for Distinguished Contribution in 2007, APR chairman' s Award in 2004 and the APR Certificate of Appreciation in 1997.

In recognition of her outstanding contribution to the Scout Movement, Bangladesh Scouts has conferred its second highest award "Silver Hilsha" to Ms. Reiko SUZUKI.

Mr. Jose Rizal C. Pangilinan
Regional Director
World Scout Bureau / APR Support Centre

Mr. J. Rizal C. Pangilinan was born in the Philippines. He is the Regional Director of Word Scout Bureau/Asia-Pacific support center. He has taken the charge of Regional Director in 2013. Prior to this position, he was the Secretary General of the Boy Scouts of the Philippines. He is a good friend of Bangladesh Scouts and very helpful to us.

He attended several Scout events in Bangladesh. Among them, Asia Pacific Regional Scout Conference in 2012, APR Consultancy Visit in Bangladesh in 2014, Asia Pacific Regional Strategic Partnership Workshop in 2017, APR Education Forum in 2017. Under his active role, many international events have been organized especially APR Scout Jamboree in Mongolia and APR Scout Conference in Korea. During this time, he played a very effective role in growth and development of Asia Pacific scouting.

He is a well-wisher of Bangladesh Scouts. In recognition to his outstanding contribution to the scout movement, Bangladesh Scouts has conferred it's second highest award `Silver Hilsha' to Mr. Jose Rizal C. Pangilinan.

জনাব আবদুল হক তালুকদার, এএলটি

সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস, মানিকগঞ্জ জেলা

জনাব আবদুল হক তালুকদার ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বয় স্কাউট হিসেবে স্কাউটিং জীবন শুরু করেন। মৌচাক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৭-২৫ এপ্রিল ১৯৭৩ খ্রি: বয় স্কাউট মাস্টার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১ জুন ১৯৭৩ কিশোরগঞ্জের ধূলদিয়া হাজী শামসুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেই বয় স্কাউট দল গঠন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী স্কাউট লিডার হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে সহকারী লিডার ট্রেনারের সম্মানীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং ২০০০ সালে কাব শাখায় উডব্যাজ অর্জন করেন। জনাব হক ১৯৯৮ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক নির্বাচিত হন।

জনাব তালুকদার ২৫ অক্টোবর ১৯৫১ মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন চারিগ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম ফকির উদ্দিন তালুকদার ও মাতা মরহুম ফুলজাহান বেগম। তাঁর সহধর্মিণী মিসেস শেফালী হক তালুকদার।

জনাব তালুকদার মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ১ম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৭১ সালের ১৩ জানুয়ারি ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়, তখন ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর বাঙ্গালী প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যারাকে আটকে রাখা হয়। পরবর্তিতে ৯ এপ্রিল ১৯৭১ তাঁদের মুক্ত করে দেয়া হয়। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে জনাব আবদুল হক তালুকদার নিজ এলাকার ৫০ জন যুবক ও ৩ জন সহকারী নিয়ে সামরিক কায়দায় প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রস্তুত করে তোলেন। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সিংগাইর থানায় গাজীন্দা নামক স্থানে জনাব আবদুল হক তালুকদার এর বাহিনী গাজীন্দা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব তালুকদার বিগত ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস সিংগাইর উপজেলা স্কাউট কমিশনারের দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সফলভাবে পালন করেন। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে নবাবগঞ্জ উপজেলা স্কাউটস এর যুগ্ম সম্পাদক এবং জেলা, উপজেলা নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস মানিকগঞ্জ জেলা নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলার স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং ও প্রোগ্রামে সক্রিয় সহায়তা প্রদানে তাঁর নিরলস অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ইতোপূর্বে তিনি ধারাবাহিকভাবে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, বার টু দি মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস ডেকোরেশন, লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, সি.এন.সি'স অ্যাওয়ার্ড ও সভাপতি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন।

জনাব আবদুল হক তালুকদার - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব সরকার ছানোয়ার হোসেন, এলটি

সম্পাদক

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা

জনাব সরকার ছানোয়ার হোসেন, এলটি ১৯৬৩ সালের ৫ই আগষ্ট নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন কাদিরাবাদ সেনানিবাস সংলগ্ন কলাবাড়িয়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন সরকার ও মাতা ছাকিদান নেছা। পাঁচ ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। ১৯৬৮ সালে হিজলী পাবনা পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ থেকে গণিতে বি,এসসি ডিগ্রী লাভ করে সিরাজগঞ্জ শহরে অবস্থিত জাহান আরা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। পাশাপাশি তিনি রাজশাহী টি,টি কলেজ থেকে বি,এড ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর এই বিদ্যালয়েই ১৯৯৩ সাল থেকে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ২০১০ সাল থেকে প্রধান শিক্ষক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সরকার ছানোয়ার হোসেন জাহান আরা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬ সালে স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বয়স্ক নেতা হিসেবে স্কাউটিং শুরু করেন। তিনি নিজ ইউনিটে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৮৯ সালে উডব্যাজ অর্জন করেন। পরবর্তিতে, ১৯৯৬ সালে এএলটি এবং ২০০৪ সালে এলটি হিসেবে নিয়োগ পান। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রায় শত-াধিক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষক ও কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এছাড়া ২৫তম, ৩৫তম সিএএলটি ও ৭ম সিএলটি কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্কাউটিং জীবনের শুরু থেকেই তিনি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সহ-সম্পাদক ছিলেন। এর কিছুদিন পর থেকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ২০০০ সাল থেকে ৩ মেয়াদে জেলা স্কাউটস এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) হিসেবে ২ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন। সম্পাদক থাকাকালীন তিনি ৪টি জেলা কাব ক্যাম্পুরী ও ৫টি জেলা স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠানের উদ্দ্যেগসহ সফল বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) হিসেবে আঞ্চলিক সমাবেশ/কাব ক্যাম্পুরী বাস্তবায়নে সহায়তা করা সহ জাতীয় জাম্বুরী, জাতীয় কমডেকা ও আন্তর্জাতিক সেন্টেনারী কমডেকার মত প্রোগ্রামগুলোতে সাব-ক্যাম্প চীফ/ডেপুটি ভিলেজ চীফ (প্রোগ্রাম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব ছানোয়ার জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার সময় জেলা স্কাউটস এর কোন অফিস ছিল না। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে ২০০৭ সালে সিরাজী সড়কের চারমাথা মোড়ে অফিস পাড়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একখন্ড জমির (.৮৫০ একর) সন্ধান পান। তৎকালীন জেলা প্রশাসক এর সহায়তায় ভুমি মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনক্রমে ১০% মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে জমিটির দীর্ঘ মেয়াদি লিজ পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর আর্থিক সহায়তায় সেখানে জেলা স্কাউটস ভবন নির্মাণ করা হয়। শুধু তাই নয় ভবনের নিচতলার পুরো জায়গায় মার্কেট তৈরী করে তা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এই দুরদর্শি চিন্তা ও তা বাস্তাবায়নে সরকার ছানোয়ার হোসেনের অবদান অসামান্য।

'প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে কমপক্ষে দু'টি স্কাউট দল থাকতে হবে' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা বাস্তবায়নে জেলা সম্পাদক হিসেবে সরকার ছানোয়ার হোসেন জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সহায়তায় সিরাজগঞ্জ জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ স্কাউট দল গঠন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে প্রতিটি উপজেলায় একাধিক ওরিয়েন্টেশন ও বেসিক কোর্স সম্পন্ন করে প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট দল গঠন নিশ্চিত করেছেন।

সরকার ছানোয়ার হোসেন এর ঘটনাবহুল দীর্ঘ স্কাউটিং জীবনের কর্মতৎপরতা, স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী, এলটি

আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)
বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল।

জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী ২০ জানুয়ারী, ১৯৫৮ সালে ঝালকাঠী সদর উপজেলাধীন শুভংকরকাঠী'র সম্ভ্রান্ত চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী এবং মাতা স্বর্গীয় আভা রানী চৌধুরী। তিনি ১৯৭৪ সালে এস.এস.সি, ১৯৭৭ সালে এইচ.এস.সি বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করেন এবং ১৯৮৬ সালে বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত যোগ্যতা হিসাবে ১৯৯৬ সালে বিএড এবং ২০১২ সালে এমএড ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব চৌধুরী ঝালকাঠী সদর উপজেলাধীন মানপাশা শেরে বাংলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৯৭৮ সালে ৭ ফেব্রুয়ারী শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। ২০০০ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ২০০৩ সালে প্রধান শিক্ষক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী বরিশাল সদর উপজেলাধীন নব আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর একমাত্র সন্তান তুহিন সুভ্র চৌধুরী বরিশাল বিভাগের শ্রেষ্ঠ রোভার মেট (২০১৭) নির্বাচিত হয়েছে।

জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী ১৯৮০ সালে স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন করে স্কাউট জগতে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তিনি ১৯৯২ সালে স্কাউট শাখায় এবং ২০০৬ সনে কাব শাখায় উডব্যাজ পার্চমেন্ট অর্জন করেন। ১৯৯৬ সালে ১৬ তম জাতীয় ট্রেনার্স কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৯৯ সালে সহকারী লিডার ট্রেনার এবং ২০০৭ সালে ৭ম কোর্স ফর লিডার ট্রেনার্স কোর্স সম্পন্ন করে ২০১৩ সালে লিডার ট্রেনার এর সম্মানীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতিত তিনি জেলা স্কাউট লিডার কোর্স (২০০০), ট্রেনার্স এ্যাডভান্সমেন্ট কোর্স (২০০১) লাইফ স্কিল বেজড এডুকেশন কোর্স (২০০০), ১ম কোষাধ্যক্ষ কোর্স (২০১৩), ৩য় বেসিক আইসিটি কোর্স (২০১৪)সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন।

জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী বরিশাল অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ (২০০৬), ন্যাশনাল ট্রেনার্স কনফারেন্স(২০০৬), এপিআর ওয়ার্কশপ অন ট্রেনিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট (২০০৬), এপিআর ওয়ার্কশপ অন স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশীপ (২০০৯) এ সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং ইন্টারন্যাশনাল সেন্টেনারি কমডেকা - ২০০৭ এয়ার্ক ক্যাম্প ইনচার্জ হিসাবে সিডরে লন্ডভন্ড আময়া, ঝালকাঠীতে আর্তমানবতার সেবায় একনিষ্ঠ ভাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমসহ জাতীয় ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী ও কমডেকা'র বিভিন্ন স্তরে কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দক্ষতার সাথে দল পরিচালনা, ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও সদিচ্ছার সার্থক ফসল তালুকদার হাট স্কুল ও কলেজের স্কাউট রাকিবুল হাসান মান্না প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৭) ও বানারীপাড়া বন্দর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের কাব আফসারা জাহান ইতু'র শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড (২০০৭) অর্জন।

স্কাউটিং এ অনবদ্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক জনাব চৌধুরী ২০০০ সালে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, বার টু দি মেডেল অব মেরিট (২০০৪), লং সার্ভিস ডেকোরেশন (২০০৮) এবং ২০১১ সালে সিএসসি'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়। তিনি ২০০১ সালে বরিশাল বিভাগের শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হন।

স্কাউটিংয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে জনাব তুষার কান্তি চৌধুরী-এর ধারাবাহিক নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু

আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চল

স্কাউটার ইসমাইল আলী বাচ্চু ১৯৫৭ সনের ০৭ জুন সিলেট জেলার তৎকালীন সিলেট সদর উপজেলার দক্ষিণ সুরমা এলাকার তেলিরাই খিত্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম একরাম আলী ও মাতা মরহুমা আলিফা বেগম এর চার সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল আলী বাচ্চু।

জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু ১৯৬৫ সনে গোপশহর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব দলের সদস্য হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করে স্কাউটিং জীবনের সূচনা করেন। ১৯৬৮ সনে মোহাম্মদ মকন উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কাউট দলের সদস্য হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ সনের ডিসেম্বরে গাজীপুরের মৌচাকে অনুষ্ঠিত '৫ম পাকিস্তান জাতীয় জাম্বুরী'তে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সনে মদন মোহন কলেজে অধ্যয়নকালীন রোভার স্কাউট হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯২ সনে "সুরমা মুক্ত স্কাউট গ্রুপ" প্রতিষ্ঠা করেন এবং সভাপতি হিসেবে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৯৮ সনে তিনি স্কাউট শাখায়, ২০০০ সনে রোভার শাখায় 'উডব্যাজ' অর্জন করেন এবং ২০০৬ সনে কাব শাখায় বেসিক কোর্স সম্পন্ন করেন।

জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু ২০০১-২০০৩ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার, ১৯৯৭-২০০১ সন পর্যন্ত সিলেট জেলা সহকারী কমিশনার, ২০০১-২০০২ পর্যন্ত জেলা যুগ্ম সম্পাদক, ২০০৩-২০১৩ পর্যন্ত জেলা সম্পাদক এবং অঞ্চল পর্যায়ে ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং গ্রোথ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানেও তিনি আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু সিলেট স্কাউট ভবনের ভূমি সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক পালন করেন। তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় আঞ্চলিক স্কাউটসের আয় বৃদ্ধির জন্য অস্থায়ী দোকান নির্মাণ করে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলের আয় বৃদ্ধিতে তাঁর ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

সিলেট অঞ্চলের ৩টি আঞ্চলিক স্কাউট সমাবেশ, ২টি আঞ্চলিক কমডেকা, ১টি আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী ও ২টি জেলা স্কাউট সমাবেশ তাঁর-ই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্কাউটিংয়ে নিবেদিতপ্রাণ জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, স্যানিটেশন, পরিবেশ শিক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।

জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় ক্যাম্পুরী, জাতীয় জাম্বুরী, জাতীয় কমডেকা, জাতীয় রোভার মুট, ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক ও ৭ম বাংলাদেশ রোভার মুট এবং জাতীয় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৭ সালে যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত ২১তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী ও ২০১১ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত ২২তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

স্কাউট আন্দোলনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ইতোপূর্বে 'ন্যাশনাল সার্টিফিকেট', 'গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড' 'মেডেল অব মেরিট', 'বার টু দি মেডেল অব মেরিট', 'লং সার্ভিস ডেকোরেশন অ্যাওয়ার্ড', 'সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড', 'সভাপতি অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেন।

জনাব ইসমাইল আলী বাচ্চু - এর স্কাউটিংয়ে ধারাবাহিক অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, এলটি

আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)
বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চল

জনাব মোঃ আবদুল মান্নান এল.টি ২৭ আগষ্ট, ১৯৬৩ সালে জয়পুরহাট সদর উপজেলার বেল আমলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ হাবিবুর রহমান ও মাতা মোছাঃ আছিয়া খাতুন। জনাব আবদুল মান্নান ১৯৭৩ সালে খঞ্জনপুর হাই স্কুলে বয় স্কাউট হিসেবে স্কাউটিং শুরু করেন। ১৯৭৪-৭৯ সাল পর্যন্ত কাশিয়াবাড়ী হাই স্কুলে বয় স্কাউট এবং ১৯৭৯-৮৫ সাল পর্যন্ত জয়পুরহাট সরকারি কলেজে রোভার স্কাউট হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬-৮৮ সালে রোভার স্কাউট ছিলেন। জনাব মান্নান ১৯৮৬ সালে PRS অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন।

১৯৮০ সালে তিনি স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স এবং মৌচাক, গাজীপুরে ১৯৮১ সালে স্কাউট লিডার এডভান্সড কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৮৪ সালে উডব্যাজ অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে মৌচাক, গাজীপুরে তিনি ন্যাশনাল ট্রেনার্স কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮৬-১৯৮৮ পর্যন্ত তিনি ঢাকা মেট্রোঃ স্কাউটসের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। জনাব মান্নান ১৯৮৮ সালে কক্সবাজারে আয়োজিত প্রথম প্রাক এএলটি কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে ১৯৯৫ সালে এএলটি নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পরবর্তিতে ১৯৯৫ সালে মৌচাক ,গাজীপুরে অনুষ্ঠিত ৫ম সিএলটি কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ সালে এল.টি নিয়োগ প্রাপ্ত হন । জনাব মোঃ আবদুল মান্নান স্কাউটের তিন শাখায় উডব্যাজ অর্জন করেন। তিনি জয়পুরহাট জেলা স্কাউটস এর যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

স্থানীয়, জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের সমাবেশ, ক্যাম্পুরী, জাম্বুরী, রোভার মুট ও কমডেকার কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ সালে চেনবুড়ী, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২৫ তম এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট জাম্বুরীতে কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি মালদ্বীপের মালে'তে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক রোভার স্কাউট ওয়ার্কশপে এবং ২০০৭ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডনে ২১তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে (১০০ তম) অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষ তিনি জুলাই ২০১৮ সালে মেলবর্ন অষ্ট্রেলিয়াতে অনুষ্ঠিত বালারথ স্কাউট ক্যাম্প, এপিআর ইয়ুথ ওয়ার্কশপ ইনভলমেন্ট এ অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনে এম.এ সম্পন্নকারী জনাব মান্নান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লায় বর্তমানে উপ-পরিচালক (পল্লী শিক্ষা) হিসেবে কর্মরত আছেন এবং কুমিল্লা জেলা স্কাউটস এর যুগ্ম সম্পাদক ও কুমিল্লা আঞ্চলিক স্কাউটস এর নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০১-২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চলের প্রশিক্ষণ বিভাগ, জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগ, এক্সটেনশন স্কাউটিং, গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে জাতীয় উপ-কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ হতে অদ্যাবধি তিনি আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) বিভাগে হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শিক্ষানুরাগী স্কাউটার জনাব মোঃ আবদুল মান্নান, এল.টি নিজ উদ্যোগে গ্রামের বাড়ী জয়পুরহাটের বেলআমলায় নিজ জমিতে ১৯৯৭ সালে বেলআমলা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

জনাব মোঃ আবদুল মান্নান ১৯৮৭ সালে সার্টিফিকেট, ১৯৮৯ সালে মেডেল অব মেরিট, ১৯৯৪ সালে বার টু দি মেডেল অব মেরিট এবং ২০০২ সালে সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

জনাব মোঃ আবদুল মান্নান- এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব এ. কে. এম. ফরিদ আহমেদ, এলটি

সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ফেনী জেলা

জনাব এ.কে.এম.ফরিদ আহমেদ, পিতা মরহুম মোহাম্মদ আলী, মাতা মরহুমা আম্বিয়া খাতুন, ফেনী জেলা সদরের দক্ষিন চাড়িপুর, মনোহর আলী ভূঞাঁ বাড়ীতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। বর্তমানে তিনি ফেনী জেলা সদরের লস্করহাট এস,সি,লাহা ইনস্টিটিউশন এর প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে কর্মরত।

একজন নিবেদীতপ্রাণ স্কাউটার হিসেবে তিনি সকলের নিকট পরিচিত। ১৯৮৫ সালে স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন করে তিনি ইউনিট লিডার হিসেবে চাড়িপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (বর্তমান নাম আলহাজ্ব কোব্বাদ আহম্মদ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়) এ কাজ শুরু করেন। তিনি ২০১৫ সালে লিডার ট্রেনার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৯২ হতে ১৯৯৭ পর্যন্ত জেলা স্কাউট লিডার, ১৯৯৭ হতে ২০০৮ পর্যন্ত জেলা স্কাউটস সম্পাদক, ২০০৮ হতে ২০১১ পর্যন্ত জেলা কোষাধক্ষ্য এবং ২০১১ সাল হতে অদ্যবদি পূনরায় জেলা স্কাউটস সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ ছাড়া তিনি ২০১০ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার হিসেবে এবং বর্তমানে কুমিল্লা অঞ্চলের লিডার প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

জনাব ফরিদ উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সমাবেশ, জাম্বুরী, ক্যাম্পুরী, রোভার মুটে কর্মকর্তা হিসেবে সক্রীয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জেলা স্কাউটসের সম্পাদক হিসেবে ০৪ টি ক্যাম্পুরী ও ০৪ টি সমাবেশের সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার ফলশ্রুতিতে জেলার স্কাউটিং কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে প্রতি বছর জেলা স্কাউটস হতে শাপলা কাব ও পি,এস অ্যাওয়ার্ড অর্জন অব্যহত রয়েছে। লিডার ট্রেনার হিসেবে বহু প্রশিক্ষণ কোর্সে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বে নিজ প্রতিষ্ঠানের স্কাউট দল বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আসছে।

এ ছাড়াও তিনি জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে জেলার শ্রেষ্ঠ স্কাউটার ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেনি শিক্ষক নির্বাচিত হয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি ২০০৬ সালে ভারত ও নেপাল এবং ২০১৭ সালে ভূটান ও ভারত শিক্ষা সফর করেন।

তিনি ছাত্রজীবন থেকেই স্কাউটিং ও রোভারিং এর এর সাথে গভীরভাবে জড়িত। এক কথায় বলা যায়- স্কাউটিং তাঁর নেশা ও প্রাণের স্পন্দন। ইতিপূর্বে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, মেডেল অব মেরিট, বার টু-দি মেডেল অব মেরিট, লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ও সি.এন.সি'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হন।

জনাব এ.কে.এম.ফরিদ আহমেদ- এর স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ধারাবাহিক অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

জনাব এইচ এম ফজলুল কাদের

সহ-সভাপতি

বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

এইচ এম ফজলুল কাদের ১৯৫১ সনের ১০ আগষ্ট কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলার বারবাকিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় শ্রেনীতে বি কম, ১৯৭৯ সালে বিএড (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ১৯৮৮ সালে এলএলবি এবং ২০০৮ সালে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৬৮-৭০ সাল পর্যন্ত সাতকানিয়া ডিগ্রী কলেজ (সরকারি কলেজ) ছাত্রলীগের সভাপতি ও ১৯৬৯-৭০ সালে ছাত্রলীগ মনোনীত ভিপি প্রার্থী ও ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে ১১ দফা ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার নাপোড়া গ্রামে মরহুম এমপি সুলতানুল কবির ও কমান্ডার ইদ্রিস প্রমুখের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং তৎকালীন চকরিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সদস্য সংগ্রহ করেন।

জনাব কাদের ১৯৭৩ সালে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। পরবর্তিতে, ২০০০ সালের ৫ মার্চ চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ হিসেবে বিভাগীয় বিজ্ঞান মেলার সম্পাদক, জেলা বিজ্ঞান মেলার সম্পাদক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জেলা কার্যক্রম ও পুরস্কার বিতরণ, বিজয় মেলাসহ, বিভিন্ন সামাজিক ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি রেড ক্রিসেন্ট ও বিএনসিসি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা কমিটি, নাম ও বয়স সংশোধন কমিটি, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ও ক্রীড়া কমিটির উপ আঞ্চলিক পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস, লোহাগড়া উপজেলা এর সম্পাদক, ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মহেশখালী উপজেলা স্কাউটস কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে স্কাউটস সমাবেশ, স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, প্রশিক্ষণ আয়োজন সহযোগিতা প্রদান করেন। মূলত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে প্রায় পনের বছর মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল ও কলেজ ছিল মেট্রোপলিটন জেলা ও চট্টগ্রাম জেলা স্কাউটসের সার্বিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ২০০২ সাল থেকে ৬ বছর মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউটসের সহ-সভাপতি, ২০০১ সাল থেকে ৯ বছর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক স্কাউটস এর উপ কমিশনার এবং ২০১০ সাল থেকে আঞ্চলিক স্কাউটসের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাদের ১৯৯৬ সালে তাঁর নিজ ইউনিয়নে বারবাকিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১২০০ জন। ২০১৭ সালে নিজ নামে অধ্যক্ষ এইচ এম ফজলুল কাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব-পুরুষের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ জরাজীর্ণ হওয়ায় পরিবার ও জনগণের সহযোগীতায় ২০১৭ সালে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন। তিনি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি কবরস্থানের পবিত্রতা সংরক্ষণ, মসজিদ, হেফজখানা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আলোকিত ভারোয়াখালী পাঠাগারেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

তিনি বিগত ১০ বছর যাবত চট্টগ্রামস্থ পেকুয়া উপজেলা সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ বছর যাবৎ চট্টগ্রামের স্বনামধন্য আবৃতি সংগঠন 'বোধনের' উপদেষ্টা। এছাড়া, পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা বিষয়ক কলাম লিখেন এবং ২০১৫ সালে 'শিক্ষার মনোন্নয়নে কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা' নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি একজন সফল স্কাউট সংগঠক হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস ফাউন্ডেশনের সদস্যপদ লাভ করেন।

জনাব কাদের স্কাউটস এর সেবার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস হতে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট-২০০২, মেডেল অব মেরিট-২০০৩, বার টু দি মেডেল অব মেরিট-২০০৮, সভাপতি অ্যাওয়ার্ড-২০১০ ও সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড-২০১১ প্রাপ্ত হন।

জনাব এইচ এম ফজলুল কাদের - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

ড. আরেফিনা বেগম, এলটি

আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন)
বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল।

জনাব আরেফিনা বেগম ০১ জুলাই, ১৯৬৩ সালে গুপ্তপাড়া, রংপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে রংপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হতে মানবিকে মাধ্যমিক, ১৯৮১ সালে সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর হতে উচ্চ মাধ্যমিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ হতে ১৯৮৪ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৫ সালে এম.এ ডিগ্রি, ২০০৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ হতে এমফিল এবং ২০১০সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৯৩ সালে সাধারণ শিক্ষা ১৪ বিসিএস-এ উত্তীর্ন হয়ে রংপুর সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজে প্রভাষক, ২০০১ সালে কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক, ২০১১ সালে নরসিংদী সরকারী কলেজে সহযোগী অধ্যাপক, ২০১৫ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্কুল ফিডিং প্রকল্পে সহকারী পরিচালক, ২০১৬ সালে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহে ঊর্ধ্বতন বিষেশজ্ঞ এবং বর্তমানে ২০১৮ খ্রি. অধ্যাপক হিসাবে রংপুর সরকারী বেগম রোকেয়া কলেজে কর্মরত আছেন।

গবেষণামূলক কাজের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি করেন। ‘সমকালীন বিশ্বে সংখ্যালঘু মুসলমান’ শিরোনামে তাঁর লিখা বই দেশের বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্নাস তৃতীয় বর্ষে পাঠ্য। অবসরে বাদ্যযন্ত্র এস্রাজে রবীন্দ্র সংগীতের সুর শিখছেন।

জনাব আরেফিনা বাবা শিক্ষা কর্মকর্তা তহমিদুর রহমান (মরহুম) এর স্কাউটিং আদর্শে (রৌপ্য ইলিশ পদকপ্রাপ্ত) অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৯৫ সালে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের মাধ্যমে স্কাউটিং জীবন শুরু করেন। তিনি ২০০৯ সালে লিডার ট্রেনারের সম্মানীয় দায়িত্ব লাভ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিংয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-কমিশনার প্রশিক্ষণ, র্গাল ইন স্কাউটিং, গবেষণা ও মূল্যায়ন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে গার্ল- ইন স্কাউটিংয়ের প্রাথমিক পর্যায় থেকে এখনো তিনি মাঠ পর্যায়ে ছেলে-মেয়েদের সাথে কাজ করছেন।

ড. আরেফিনা বেগম - এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড ‘রৌপ্য ইলিশ’ পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক সৈয়দ শাহজাহান এলটি

সহ-সভাপতি

বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল জেলা রোভার

বরিশাল জেলা রোভার ও রোভার অঞ্চলের একজন বর্ণাঢ্য স্কাউটার অধ্যাপক সৈয়দ শাহজাহান এল.টি। ১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ বরিশাল এর রোভার লিডার হিসেবে স্কাউটস অঙ্গনে তার আগমন। এরপরে জেলা সম্পাদক, রোভার কমিশনার, বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি, বরিশাল জেলা রোভারের সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলা রোভার কমিশনার হিসেবে প্রতিবছর জেলার অধিকাংশ দল পরিদর্শন, গ্রুপ কমিটি সংগঠন রোভারদের ক্রু মিটিং এ অংশগ্রহণ করে বরিশাল জেলাকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন।

বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি হিসেবে বরিশাল বিভাগের সকল জেলাগুলো তার পদচারণায় মুখরিত ছিল। বর্তমানে তিনি বরিশাল জেলা রোভারের সহ-সভাপতি। তার নেতৃত্বে এই জেলায় ৬১টি ইউনিট নিয়ে ২০১৫ সালে বাবুগঞ্জ কলেজ মাঠে ইতিহাস সৃষ্টিকারী পঞ্চম বরিশাল রোভার মুট অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁর নেতৃত্বে বরিশাল জেলা রোভার, নিজস্ব অর্থায়নে জমি ক্রয় করে জেলা রোভারের ভবন নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। জেলা রোভার ভবন নির্মাণে নিজের পেনশন থেকে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান এবং তাঁর উদ্যোগে ঢাকা, বরিশালের বিভিন্ন ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা অনুদান সংগ্রহ করেছেন। প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় ভবন নির্মাণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে জেলা রোভার স্কাউটস ভবন নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

বরিশাল জেলার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে রোভার অঞ্চল কর্তৃক বেসিক, এ্যাডভান্সড এবং টেকনিক্যাল কোর্স-এ কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া ষোড়শ রোভার মুটে ডেপুটি মুট চীফ (শৃঙ্খলা) এবং মুট মার্শালের দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব শাহজাহান সার্ভিস টু দি কমিউনিটি এর উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখেছেন ২০০৭ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিডরে। জেলা স্কাউটস কর্তৃক সংগৃহীত ত্রাণসামগ্রী এবং নিজস্ব পারিবারিক সাহায্য প্রায় ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরবর্তী রুহিতা গ্রামসহ ৩/৪ টি গ্রামে বিতরণ করেন। এছাড়া ১৯৮৮ সালের প্রলয়ংকারী বন্যা কবলিত বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার বাশাইল, বাদুরপুর পয়সার হাট অঞ্চলে জেলার রোভার নেতা ও রোভারদের সহায়তায় শুকনা খাবার, ডাল, চালসহ নগদ অর্থ বিতরণ করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় ক্যাডেট কোরে ১৯৮৩ সালে (অনারারী) কমিশন লাভ করেন এবং ১৯৯৮ সালে মেজর পদে উন্নীত হন। ক্যাডেট কোর, যশোর বোর্ডের অধীনে সকল ক্রীড়া কর্মে এবং সরকারি হাতেম আলী কলেজে ক্রিড়াঙ্গনে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

বৃক্ষরোপণ ও ফুল বাগানের পরিচর্যা করা তাঁর সখ। ১৯৯৮ ইং সালে তার নেতৃত্বে ফুল ও বনজ বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডে অভূতপূর্ব সৌন্দর্স সৃষ্টি করার জন্য সরকারি বরিশাল মহিলা কলেজ বাংলাদেশে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে।

অধ্যাপক সৈয়দ শাহজাহান রাশিয়ায় মস্কো, পির্টাসবার্গ, লেলিন গ্রাড, ফিনল্যান্ড, থাইল্যান্ড,সৌদী আরব, মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। পারিবারিক জীবনে তাঁর স্ত্রী বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র এস. এম পারভেজ তমাল এন. আর. বি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ২য় পুত্র সৈয়দ সাব্বির আহমেদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কনিষ্ঠ্য পুত্র শোয়েব আহমেদ লী-ফাং বায়িং হাউজের (চায়নার সর্ববৃহৎ কোম্পানী) ডেপুটি ম্যানেজার।

অধ্যাপক সৈয়দ শাহজাহান-এর স্কাউটিংয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা, নিরলস সেবা ও অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৭ সালে তাঁকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

নোট/Note